গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে জামানত হারাচ্ছেন ৬ প্রার্থী

ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদের দ্বিতীয় ধাপে অনুষ্ঠিত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে গাংনীর ৬ প্রার্থী তাদের জামানত হারিয়েছেন।

এদের মধ্যে চেয়ারম্যান পদে ৫ জন এবং ভাইস চেয়ারম্যান পদে ১ জন প্রার্থী জামানত হারান।

তবে, চেয়ারম্যান প্রার্থী জামানত হারানোর মধ্যে তিন প্রার্থী নির্বানের কয়েকদিন আগেই নির্বাচন থেকে সরে দাড়িয়েছিলেন। এরা হলেন, গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম (কাপ পিরিচ), লাইলা আরজুমান বানু শিলা দোয়াত কলম ও গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন (মোটরসাইকেল)। ভোটের মাঠে থেকে দুই প্রার্থী তাদের জামানত হারিয়েছেন। এরা হলেন বিএনপি থেকে বহিস্কৃত জুলফিকার আলী ভূট্টো (কৈ মাছ) ও মুকুল জোয়াদ্দার (শালিক পাখি)।

নিয়ম অনুযায়ী প্রদত্ত ভোটের ১৫ ভাগের নিচে ভোট পেলে সেই প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হবে।

সে অনুযায়ী গাংনী উপজেলা পরিষদের ৫ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। এই প্রার্থীরা হলেন বিএনপি থেকে বহিস্কৃত মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো (কৈ মাছ) প্রতিকে পেয়েছেন ৪ হাজার ৯৫৭, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন (মোটরসাইকেল) প্রতিকে পেয়েছেন ৭০৪, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম (কাপ পিরিস) প্রতিকে পেয়েছেন মাত্র ২৮৯, উপজেলা যুব মহিলা লীগ নেত্রী লাইলা আরজুমান শিলা (দোয়াত কলম) প্রতিকে পেয়েছেন ২২৭ এবং গাংনী হর্কাস মার্কেটের সভাপতি মুকুল আহম্মেদ ওরফে মহিবুল জোয়াদ্দার (শালিক পাখি) প্রতিকে পেয়েছেন ২০১ ভোট। সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী এরা সবাই তাদের জামানত হারাচ্ছেন। নির্বাচনে ভাইস চেয়ারম্যান পদে রেজাউল হক (চশমা) তার জামানত হারাচ্ছেন। তিনি পেয়েছেন ১৬৮২ ভোট।

মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত গাংনী উপজেলা পরিষদের নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এতে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান এম এ খালেক (আনারস) প্রতীক নিয়ে ৩৩ হাজার ৭২৩ ভোট পেয়ে চেয়ারম্যান পদে পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রার্থী মাখেলেছুর রহমান মুকুল (হেলিকপ্টার) প্রতীক নিয়ে ২৮ হাজার ২৯৩ ভোট পান এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছেন উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট রাশেদুল হক জুয়েল (ঘোড়া), তিনি ভোট পেয়েছেন ১৫ হাজার ৫৬০ ভোট।

ভোট কেন্দ্রের বাইরে কর্মী সমর্থকদের ভীড়, কেন্দ্রের ভিতরে ভোটার শুন্য

ভোট কেন্দ্রের বাইরে কর্মী সমর্থকদের ভীড়, ভোট কেন্দ্রের ভিতরে ভোটার শুণ্য। উপজেলা নির্বাচন, আয়োজনের কমতি নেই, শুধু কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি কম।

সকাল নয়টা, গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে ভোটারের দেখা নেই। পুরো কেন্দ্র ফাঁকা। বুথে প্রার্থীর এজেন্ট আছেন, পোলিং অফিসার ও প্রিজাইডিং অফিসার আছে। বাইরে পুলিশ ও আনসার সদস্যরা অলস সময় পার করছেন।
উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের ভোট কেন্দ্রে আজ সকালের চিত্র এটি।

প্রিসাইডিং কর্মকর্তা রাসেল মোস্তাফিজ বলেন, ” কেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি দেখা যাবে ভেবেছিলাম। কিন্তু তা হয়নি।’

তবে, কিছুক্ষণ পরেই ভোট দিতে আসেন, প্রার্থী মোখলেছুর রহমান মুকুল, সাবেক এমপি মকবুল হোসেন ও সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম।

এ কেন্দ্রটি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় নিরাপত্তার দায়িত্বে আছেন ১৭ জন

গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে আনসার-ভিডিপি’র ব্রিফিং

আগামীকাল মঙ্গলবার (২১ মে) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপ। গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে উপজেলায় ১০৭টি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী মেহেরপুর জেলা তাদের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে।

জেলা কমান্ড্যান্ট প্রদীপ চন্দ্র দত্ত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্যে তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, ভোট কেন্দ্র ও ব্যালট বাক্সের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ভোটদানে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গাংনী উপজেলা মোট ১ হাজার ৪৭২ জন সদস্য মোতায়েন করেছে। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তায় মোট ১৩ জন বা ততোধিক আনসার ও ভিডিপি সদস্য ১৭ মে থেকে অঙ্গীভূত হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। তাদের মধ্যে একজন প্লাটুন কমান্ডার (পিসি) ও দুইজন সহকারী প্লাটুন কমান্ডারের (এপিসি) নেতৃত্বে ৬ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা আনসার-ভিডিপি সদস্য রয়েছেন। কোনো কেন্দ্রে বুথ সংখ্যা ৬টির বেশি হলে বুথ প্রতি অতিরিক্ত আরও একজন করে আনসার-ভিডিপি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। পিসি ও এপিসিগণ (৩ জন) অস্ত্রসহ এবং আনসার-ভিডিপি সদস্য-সদস্যাগণ লাঠিসহ ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত থাকবেন।

তিনি আরও বলেন, ১ম ধাপের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অত্র জেলার দু’টি উপজেলায় প্রায় দুই হাজার জনবল অত্যন্ত দক্ষতা ও আন্তরিকতার সহিত দায়িত্ব পালন করেছেন। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় এবারও আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী মেহেরপুর জেলার সদস্য-সদস্যাগণ নির্বাচনি বিধি মেনে দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর।

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

সহকারি রিটার্নিং কর্মকর্তা সূত্রে জানা গেছে, এই উপজেলাতে মোট ভোটার সংখ্যা ২ লাখ ৬০ হাজার ৯৬ জন। এদের মধ্যে নারী ভোটার ১ লাখ ৩০ হাজার ২৪৭ ও পুরুষ ভোটার সংখ্যা ১ লাখ ২৯ হাজার ৮৪৯ জন।

১০৭ টি ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রগুলোর মধ্যে ৩০ টি ভোট কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

এদিকে নির্বাচনকে উৎসবমুখর নিরপেক্ষ ও অবাধ করার জন্য জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ ও নির্বাচন কমিশন থেকে সকল ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ভোট কেন্দ্রগুলোতে ভোটার সরাঞ্জাম ও দায়ীত্বে নিয়োজিত, প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসারসহ নিরাপত্তার সাথে জড়িত সবাইকে ভোট কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া মোবাইল ফোর্স হিসেবে ২ প্লাটুন বিজিবি, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমান টিম টহল দিচ্ছেন।

এদিকে নির্বাচনকে ঘীরে বর্তমানে গাংনী উপজেলার আওয়ামীলীগের রাজনীতিক ও জন প্রতিনিধিরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। মেহেরপুর-২ আসনের বর্তমান জাতীয় সংসদ সদস্য (এমপি) এএসএম নাজমুল হক সাগর ও সদ্য সাবেক সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করলেও সাবেক এমপি মকবুল হোসেন ও গাংনী পৌর মেয়র আহমেদ আলীসহ অন্যান্য নেতারা মখলেছুর রহমান মুকুলের পক্ষে নিয়ে মাঠে ময়দানে কাজ করছেন।

অপরপক্ষে গাংনী পৌর সভার সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম, এই উপজেলার ৯ টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সাবেক ছাত্রনেতা শাহিদুজ্জামান শিপু নিয়েছেন বর্তমান উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেকের পক্ষে ভোটের মাঠে কাজ করছেন।

এমএ খালেকের পক্ষে নির্বাচনী

মাঠে নামলেন গাংনীর সাবেক মেয়র ও ইউপি চেয়ারম্যানরা

গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান এম এ খালেকের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় নামলেন গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র ও উপজেলার সাতজন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।

এরা হলেন, গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ, কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপু, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইন, ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক, ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার পাশা।

আজ বৃহস্পতিবার বিকালে এমএ খালেকের পক্ষে এক সাথে নির্বাচনী প্রচারনায় নামেন চেয়ারম্যানবৃন্দরা।

এ-উপলক্ষ্যে গাংনী উপজেলা শহরের মন্ডল সুপার মার্কেটের সামনে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি সানোয়ার হোসেন বাবলুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী প্রচারণা ও সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রার্থী এমএ খালেক।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ- সভাপতি ও বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, জেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি আরিফুল ইসলাম সোবহান, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মইনাল হক, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিকসহ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

পরে উপজেলা শহরের বিভিন্ন স্থানে একসাথে চেয়ারম্যান প্রার্থী এম

এ খালেক গনসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করেন।

এর আগে এমএ খালেকের পক্ষে বিরাট মোটরসাইকেল শোডাউন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আনারস মার্কা প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহবান জানান নেতৃবৃন্দ।

ভোটের লড়াই থেকে সরে গিয়ে সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবো- শফিকুল আলম

ভোটের লড়াই থেকে সরে গিয়ে সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবার অঙ্গিকার করলেন গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের চেয়ারম্যান প্রার্থী জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এ কে এম শফিকুল আলম।

দ্বিতীয় ধাপে অনুষ্ঠিতব্য ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী একেএম শফিকুল আলম। তার প্রতীক কাপ পিরিচ। আজ মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) দুপুরের দিকে তার নিজ বাসভবনে স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে ব্রিফিং দিয়ে তিনি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন।

এসময় তার ভাই স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা ইছার উদ্দীন, সাবেক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুনতাজ আলী, মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রভাষক মুরাদ হোসেন, আব্দুল বারী, মনিরুল ইসলাম, আমজাদ হোসেন, আব্দুল ওয়াদুদ, প্রধান মন্ত্রীর ফটো সাংবাদিক সাইফুল ইসলাম কল্লোলসহ কয়েকজন কর্মী সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

চেয়ারম্যান প্রার্থী এ কে এম শফিকুল আলম বলেন, নির্বাচনে প্রচারনা শুরু হবার পর আমি লক্ষ করলাম, প্রচার প্রচারনায় ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সাথে যতটুকু লড়াই করতে হচ্ছে তার চেয়ে বেশি লড়াই করতে হচ্ছে একটি সিন্ডিকেটের সাথে।

আগে নির্বাচন করতে গিয়ে অভিজ্ঞতা ছিলো না যে, আগে সিন্ডিকেটের সাথে পরে প্রার্থীদের সাথে লড়াই করতে হবে। লড়াই আমাকে দুটো করতে হচ্ছে। আমাকে সিন্ডিকেট ও প্রার্থীদের সাথে এক সাথে লড়াই করতে হচ্ছে। যা অন্যরা শুধু প্রার্থীদের সাথেই করছে। আবার দীর্ঘদিনের চেনা মানুষকে মাঝে মাঝে অচেনা মনে হতে লাগলো। আমি লক্ষ করলাম ভোটের লড়াই ও সিন্ডিকেটের লড়াই দুটো লড়াই এক সাথে করা যাবেনা। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি একটা লড়াই জাগি রাখবো একটা লড়াই বন্ধ করবো। তাই আমি ভোটের লড়াই থেকে সরে যাচ্ছি তবে সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে লড়াই আমি চালিয়ে যাবো। এজন্য আমি নির্বাচন থেকে সরে গেলাম এটাই ফাইনাল কথা। আমার যারা শুভাকাঙ্খী আছেন, তাদের একটা কথাই বলবো এই নির্বাচনে সিন্ডিকেট যেদিকে থাকবে, আমার এবং আমার প্রিয় মানুষগুলো তার বিপক্ষে থাকবে। আমি সিন্ডিকেট বিরোধী ছিলাম এবং আগামীতে থাকবো। আপনারা আমার কথাটার মানে বুঝে সেইভাবে আপনাদের অবস্থান নেবেন।আগামী দিনে ভাল কিছইু হবে।

তিনি আরও বলেন, গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে তিনজন ব্যক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন গাংনী পৌরমেয়র আহমেদ আলী, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ ও রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপু। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি নির্বাচনে দাঁড়িয়ে মানুষের ব্যাপক সমর্থন পেয়েছি।

আমি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেও আপনাদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছিনি। আপনাদের সাথে সম্পর্ক আমার আগের মত অটুট থাকবে। আপনাদের পাশে থাকবো। বিপদে আপদে আগে যেমন ছিলাম, ভবিষ্যাতেও থাকবো। তেমন কোনো পরিবর্তন হবেনা।

উল্লেখ্য, ষষ্ঠ উপজেলা নির্বাচনের গাংনীতে মোট ১০ জন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করলেও মজিরুল ইসলাম ও ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন প্রত্যাহার করে নেন। পরে গতকাল রবিবার (১২ এপ্রিল) পারিবারিক ও ব্যাক্তিগত কারণ দেখিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন সাবেক এমপি পত্নি লাইলা আরজুমান বানু শিলা ও ১৩ এপ্রিল সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন।

বর্তমানে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান চেয়ারম্যান এমএ খালেক, গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ

সম্পাদকসহ ৫ জন চেয়ারম্যান প্রার্থী ও ৬ জন ভাইসচেয়ারম্যান প্রার্থী নির্বাচনী মাঠে রয়েছেন।

দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ নির্বাচন সম্পন্ন

সারা দেশের ন্যায় ৬ষ্ঠ উপজেলা পরিষদ সাধারণ নির্বাচন- ২০২৪ প্রথম ধাপে দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীন ভাবে এই ভোট গ্রহন চলে। আনারস প্রতীক নিয়ে পুনরায় ২য় বারের মতো দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন মোঃ আলী মুনছুর বাবু। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছেন শফিউল কবির ইউসুফ। মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছেন তানিয়া খাতুন।

দেশব্যাপী ৬ষ্ঠ উপজেলা পরিষদ সাধারণ নির্বাচনের প্রথম ধাপে দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের নির্বাচন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ও সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ভোটার উপস্থিতি একেবারে কম ছিল। দুপুরের পর থেকে ধীরে ধীরে ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। দামুড়হুদা উপজেলায় মোট ৯৬টি কেন্দ্রের ৭০০টি ভোট কক্ষে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখানে এক লক্ষ ২৪ হাজার ৮৭৯ জন পুরুষ ভোটার ও এক লক্ষ ২২ হাজার ৯৪১ জন মহিলা ভোটার, নারী পুরুষ সহ মোট দুই লক্ষ ৪৭ হাজার ৮শ ২০ জন ভোটার ছিলেন।

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বী করেন তিন জন। তারা হলেন আলী মুনছুর বাবু, এসএএম জাকারিয়া আলম ও আবু তালেব। এর মধ্যে আনারস প্রতীক নিয়ে আলী মুনছুর বাবু ৪৯,৯৫২ ভোট পেয়ে পুনরায় দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মোটরসাইকেল প্রতীক নিয়ে এসএএম জাকারিয়া আলম, তিনি মোট ভোট পেয়েছেন ১৩,৫৩০টি, এবং আবু তালেব ঘোড়া প্রতীক নিয়ে ভোট পেয়েছেন ২৫৯০টি। ভাইস চেয়ারম্যান পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন শফিউল কবির ইউসুফ।

মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেছেন দুই জন প্রার্থী। এর মধ্যে কলস প্রতীক নিয়ে সাহিদা খাতুন ও ফুটবল প্রতীক নিয়ে তানিয়া খাতুন। তানিয়া খাতুন মোট ৩৩,৪৮৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন এবং সাহিদা খাতুন ভোট পেয়েছেন ২৯০৮৭।

নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা করেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা নির্বাচন অফিসার মোঃ মোতাওয়াক্কিল রহমান।

গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ২ প্রার্থীর মনোনয়ন প্রত্যাহার

মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনে গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ২ প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন।
এরা হলেন, মেহেরপুর জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন ও গাংনী উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মজিরুল ইসলাম।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে জেলা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন।
জানা গেছে, গাংনী উপজলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে আটজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী থাকলেন।

এছাড়া ভাইস চেয়ারম্যান ৩ ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৩ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন। চেয়ারম্যান পদে উপজেলা পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক, গাংনী উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের আহবায়ক লায়লা আরজুমান বানু শিলা, সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো, সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাড: রাশিদুল হক জুয়েল, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. এ কে এম শফিকুল আলম, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেছুর রহমান মুকুল, গাংনী উপজেলা

যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন ও মহিবুল ইসলাম মুকুল।

ভাইস চেয়ারম্যান পদে দেলোয়ার হোসন মিঠু, ফারুক হাসান ও রেজাউল করিম। মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, জাকিয়া আক্তার ও নাছিমা খাতুন প্রতিদ্বন্দ্বীতা।

দ্বিতীয় দফায় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের অংশ হিসেবে আগামি ২১ মে গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

দামুড়হুদা ও জীবননগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ৬ জনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা ও জীবননগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বি›দ্বীতা করতে ৬ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা নির্বাচন ও রির্টানিং অফিসার মোঃ মোতাওয়াক্কিল রহমান জানান, আসছে ৬ষ্ঠ উপজেলা পরিষদ সাধারণ নির্বাচনে অংশ নেয়ার জন্য দামুড়হুদা উপজেলা থেকে চেয়ারম্যান পদে পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউপি চেয়ারম্যান এস.এম.জাকারিয়া আলম তার পদ থেকে পদত্যাগ করে মনোনয়পত্র সংগ্রহ করেছেন।

এছাড়া এ উপজেলা পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজগার টগরের আপন ভাই নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলি মুনছুর বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক হাউলি ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম ও এ্যাডভোকেট আবু তালেব। এ উপজেলায় ভাইস চেয়ারম্যান পদে শফিউল কবির ইউসুফ, আব্দুর রাজ্জাক ও মাজেদুল ইসলাম ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে সাহিদা খাতুন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

তিনি আরো জানান, জীবননগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার জন্য চেয়ারম্যান পদে মোননয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বর্তমান উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান ও এস.কে.লিটন। ভাইস চেয়ারম্যান পদে বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল সালাম ঈশা ও সামসুর রহমান চঞ্চল। মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলতানা লাকী ও রেনুকা আক্তার রিতা।

আগামী বৃহস্পতিবার (১৮ এপ্রিল) মনোনয়নপত্র জমা নেয়া হবে বলে তিনি জানান।

৮ মে অনুষ্ঠিত হবে সদর ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের নির্বাচন

ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদের প্রথম পর্যায়ে মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচন আগামী ৮ মে অনুষ্ঠিত হবে।

উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা ২০১৩ এর বিধি ১৩ অনুসারে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন বৃহস্পতিবার (২১ মার্চ) নির্বাচনের এই তফসিল ঘোষণা করেছেন।

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনের লক্ষ্যে এক প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে সময়সূচী ঘোষণা করেন।

ঘোষিত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সরাসরি রিটার্নিং অফিসার অথবা রিটার্নিং অফিসারের অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ আগামী ১৫ এপ্রিল। রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাই ১৭ এপ্রিল। ১৮-২০ এপ্রিল মনোনয়নপত্র বাছায়ে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের, ২১ এপ্রিল আপিলের নিষ্পত্তি, ২২ এপ্রিল প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ। ২৩ এপ্রিল প্রতীক বরাদ্দ এবং ৮ মে সকাল আটটা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ

অনুষ্ঠিত হবে।

জেলা নির্বাচন অফিসার রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করাসহ নির্বাচন পরিচালনার জন্য রিটার্নিং অফিসারকে সহায়তার জন্য সদর ও মুজিবনগর উপজেলা নির্বাচন অফিসারকে সহকারী রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, পঞ্চম উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদে সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনে প্রার্থী হতে অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম পদত্যাগ করেন। তবে খুব অল্প সময় থাকায় নির্বাচন কমিশন সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদটি শুণ্য ঘোষণা না করে মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান লতিফুন্নেছা লতাকে ভারপ্রাপ্ত উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেন।

এদিকে মেহেরপুর জেলার দুটি উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকেই শুরু হয়েছে নির্বাচনী হাওয়া। এবার এই দুটি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে কারা কারা প্রার্থী হচ্ছেন এনিয়ে চলছে নানা জল্পনা কল্পনা। তবে, প্রার্থী যারাই হবেন জেলার জনপ্রশাসন মন্ত্রীর আশির্বাদপুষ্টরাই ভাল অবস্থানে থাকতে পারে বলে মতামত ব্যাক্ত করেছেন এ দুটি উপজেলার ভোট বিশ্লেষকরা।